বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপীল বিভাগ

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

বিচারপতি জনাব মোঃ নূরুজ্জামান

বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান

সিভিল আপীল নং ২৩/২০১০

(৭৪৫৫/২০০৭ নং রীট পিটিশন মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের ১৮.০১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত)।

বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য

-আপীল্যান্টগণ

বনাম

জান্নাতুল ফেরদৌস এবং অন্যান্য

-রেসপনডেন্টগণ

আপীল্যান্টগণের পক্ষে: জনাব সমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস-ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, ইন্সট্রাক্টেড বাই জনাব হরিদাস পাল অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড
রেসপনডেন্ট নং ১ এর পক্ষে: জনাব জহিরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড

রেসপনডেন্ট নং ২-৪ এর পক্ষে কেউ প্রতিনিধিত্ব করেননি।

শুনানির তারিখ এবং রায়: ৭ অক্টোবর ২০২০

রায়:

বিচারপতি ওবায়দুল হাসান: রীট পিটিশনারকে জেলায় একই বা সমপদে নিয়োগপত্র দেওয়ার জন্য রীট-রেসপন্ডেন্টদেরকে নির্দেশনা প্রদানসহ জারিকৃত রুল নিষ্পত্তি করে দেওয়া ৭৪৫৫/২০০৭ নং রীট মামলায় হাইকোর্ট বিভাগের গত ১৮/০১/২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে এই আদালতের অনুমতিক্রমে বর্তমান আপীলটির শুনানী হয়।

এই আপীলটি নিষ্পত্তির জন্য মামলার প্রাসঙ্গিক সারসংক্ষেপ হলো: ৩নং রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্ট গত ১১.১২.২০০৬ তারিখের সি.এস/এস/কিশোর/প্রশাস/০৬/২৮৮৭৬ নং স্মারকপত্রমূলে কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় স্বাস্থ্য সহায়কদের শূন্য পদ পূরণের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ১ নং রেসপনডেন্ট তথা রীট পিটিশনার উক্ত পদের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং তদনুসারে তিনি নিয়োগ কমিটির সভাপতি ২ নং রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্ট এর নেতৃত্বে ৫ (পাঁচ) সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত নিয়োগ কমিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলে তাকে উক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত মৌখিক পরীক্ষায় ডাকা হয় এবং সেখানেও তিনি উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে, উক্ত নিয়োগ কমিটি ১ নং রেসপনডেন্টসহ ৫৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করেন। তবে পরবর্তীকালে, ৩ নং রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্ট ০৭.০৬.২০০৭ তারিখের সি.এস/কিশোর/প্রশাস/০৭/১১৬৭০ নং স্মারকপত্রের মাধ্যমে চূড়ান্ত বাছাই তালিকা প্রকাশ করেন, সেখানে ১ নং রেসপনডেন্টসহ ৫ (পাঁচ) জন প্রার্থীর ঠিকানা ভুল ছিল মর্মে উল্লেখ করা হয়। ৩ নং রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্ট পরবর্তীকালে ১ নং রেসপনডেন্ট এর পরিবর্তে ৪ নং রীট-রেসপনডেন্ট মাসুম আহমেদ, পিতা: বাসির আহমেদ, কে নিয়োগ প্রদান করেন, যদিও ১ নং রেসপনডেন্ট ঐ পদের জন্য উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং ৪ নং রীট-রেসপনডেন্ট এর নাম বাছাই তালিকায় ছিল না। ১ নং রেসপনডেন্ট এর আবেদনের সাথে ঠিকানা এবং অন্যান্য কাগজাদি যথাযথভাবে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও ৩ নং রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্ট তা বিবেচনায় না এনে অবৈধভাবে ১ নং রেসপনডেন্ট এর পরিবর্তে ৪ নং রীট-রেসপনডেন্টকে নিয়োগ প্রদান করেন।

হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৮.১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা আদেশের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে ১ নং রেসপনডেন্ট এর বরাবরে জেলায় অনুরূপ/সমমানের শূন্য পদের একটি নিয়োগ পত্র জারির জন্য ১-৩ নং রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্টকে নির্দেশনা প্রদান করে ৭৪৫৫/২০০৭ নং রীট পিটিশন মামলা নিষ্পত্তি করেছিলেন।

হাইকোর্ট বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চ কর্তৃক ৭৪৫৫/২০০৭ নং রীট পিটিশনে প্রদত্ত গত ১৮.০১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা অসন্তুষ্ট এবং সংক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান আপীল্যান্ট এই আপীল বিভাগে ১১২৮/২০০৯ নং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল দায়ের করেছেন। শুনানিঅন্তে এই আদালত গত ২৩.১১.২০০৯ তারিখে লিভ মঞ্জুর করেন, যা এই আপীল হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।

আপীল্যান্ট এর পক্ষে জনাব সমরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এই মর্মে আদালতে বক্তব্য পেশ করেন যে, হাইকোর্ট বিভাগের বিবেচনায় নেওয়া উচিত ছিল যে, ১ নং রেসপনডেন্টকে নিয়োগ প্রদানের জন্য ঐ জেলায় সমমানের কোনও শূন্য পদ ছিল না এবং এ কারণে ১ নং রেসপনডেন্ট এর বরাবর নিয়োগ পত্র জারির জন্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা সঠিক নয় এবং সেজন্য এ আপীলটি মঞ্জুর হওয়া সমীচীন এবং ৭৪৫৫/২০০৭ নং রীট পিটিশনে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত গত ১৮.০১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ বাতিল হওয়া উচিত।

১ নং রেসপনডেন্ট পক্ষে জনাব জহিরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড নিবেদন করেন যে, তিনি সর্বক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাকে নিয়োগ কমিটি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করেছিল। তিনি আরও বলেন, রেসপনডেন্ট নং ১ এর চাকরির আবেদনে তার ঠিকানা বর্ণিত ছিল এবং অনান্য সকল কাগজাদি আসল এবং সঠিক ছিল। সুতরাং, তার ঠিকানার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কিছুই নেই। তিনি আপীল খারিজের প্রার্থনা করেন।

২-৪ নং রেসপনডেন্ট এর পক্ষে কেউ প্রতিনিধিত্ব করেননি।

আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য বিবেচনা করেছি এবং হাইকোর্ট বিভাগের তর্কিত রায় ও আদেশ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজাদি পর্যালোচনা করেছি।

এটি সত্য যে, ১ নং রেসপনডেন্ট লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অনেক আগে থেকে বিবাহিত এবং কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তার আবেদনে নিজের ঠিকানা হিসাবে তার পিতার বাড়ীর ঠিকানা ব্যবহার করেছিলেন। যেই পদের জন্য ১ নং

রেসপনডেন্ট যোগ্য বলে দাবি করেছেন সেটি ইটনা উপজেলাধীন। ১১.১২.২০০৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনের ১২ নং শর্ত অনুসারে, সেই ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডে পদটি শূন্য রয়েছে, সেখানকার প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বর্ণিত আছে। যখন দেখা গেল যে ১ নং রেসপনডেন্ট আসলে কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা; তিনি ইটনা উপজেলার বাসিন্দা নন; তখন রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্ট তাকে ঐ পদে নিয়োগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং ৪ নং রীট-রেসপনডেন্ট যিনি রীট পিটিশন দাখিলের পূর্বে ঐ পদে যোগদান করেছিলেন তাকে নিয়োগ প্রদান করে পদটি পূরণ করেন। এই বিষয়টি বিবেচনা করে, হাইকোর্ট বিভাগ ৪ নং রীট-রেসপনডেন্ট এর নিয়োগে হস্তক্ষেপ করেনি। যদিও হাইকোর্ট বিভাগ ১-৩ নং রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্টকে রীট-পিটিশনার রেসপনডেন্ট নং ১ এর বরাবর জেলায় অনুরূপ/সমমানের শূন্য পদে নিয়োগ প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছিলেন, ঐ সময় কোনও পদ শূন্য না থাকায় রীট-রেসপনডেন্ট-আপীল্যান্ট তা প্রতিপালন করতে পারেনি। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি কার্যকর করা যায়নি, কারণ সেই সময় ৩ নং রীট-রেসপনডেন্ট এর কার্যালয়ে কোনও সমমানের বা অনুরূপ পদ শূন্য ছিল না। তদুপরি, রীট-রেসপনডেন্ট কর্তৃক নতুন পদ সৃজন করার কোনও কর্তৃত্ব নেই বা ছিল না। যে কোনও সরকারী দফতরে কোনও নতুন পদ সৃজন করা পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়, সুনির্দিষ্টভাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন।

যখন কোনও বিষয়ের অপ্রাপ্যতার জন্য কোনও রায় কার্যকর করা অসম্ভব, তখন তা কার্যকর অযোগ্য রায় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং আদালতের এমন কোনও আদেশ প্রদান করা সমীচীন নয় যা কার্যকর করা যায় না। ৭৪৫৫/২০০৭ নং রীট পিটিশনে হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়া গত ১৮.০১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ কার্যকর অযোগ্য। আমাদের অভিমত হচ্ছে, হাইকোর্ট বিভাগের উক্ত রায়টি এখতিয়ারবহির্ভূত। সুতরাং এই রায়টি বাতিলযোগ্য।

ফলশ্রুতিতে, আপীলটি বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হল। ৭৪৫৫/২০০৭ নং রীট পিটিশনে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত গত ১৮.০১.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ বাতিল করা হল।

দায়বর্জন বিবৃতি

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই ‘আমার ভাষা’ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতে প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।